ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি:
জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫

২৯ জুন ২০১৬

প্রেক্ষাপট

- সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ টিআইবি'র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে এ জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত সাতটি খানা জরিপ সম্পন্ন
- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকালে নির্বাচিত খানার দুর্নীতির অভিজ্ঞতা এ জরিপে বিবেচনা করা হয়েছে; খানাগুলোর সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ
- জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা: 'ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'
- দুর্নীতির আওতা: সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ জনগণ যে দুর্নীতির শিকার হয়
  - ঘুষ (নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন)
  - সম্পদ আত্মসাৎ
  - প্রতারণা
  - দায়িত্বে অবহেলা
  - স্বজনপ্রীতি
  - সময়ক্ষেপণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানি

খানা জরিপের উদ্দেশ্য

মূল উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত ও উপখাতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়

- খানাগুলোর সেবা নেওয়ার বিবেচ্য সময়: নভেম্বর ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০১৫
- জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়: ১ নভেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাত

১. শিক্ষা	৯. ব্যাংকিং
২. স্বাস্থ্য	১০. কর ও শুল্ক
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১১. এনজিও
৪. ভূমি প্রশাসন	১২. পাসপোর্ট
৫. কৃষি	১৩. গ্যাস
৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১৪. বিআরটিএ
৭. বিচারিক সেবা	১৫. বীমা
৮. বিদ্যুৎ	১৬. অন্যান্য (ওয়াসা, বিটিসিএল, ডাক ইত্যাদি)

সুনির্দিষ্ট খাত নির্বাচনের যৌক্তিকতা

- যে সকল খাত থেকে কমপক্ষে ২% খানা সেবা গ্রহণ করেছে
- দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এদের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম
- টিআইবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গবেষণায় ও গণমাধ্যমে এসব খাতে দুর্নীতির ঝুঁকি চিহ্নিত ও আলোচিত

জরিপের নমুনায়ন পদ্ধতি

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত কমিউনিটি সিরিজের আলোকে নমুনা কাঠামো (Sampling Frame) তৈরি করে তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতিতে এ জরিপের নমুনায়ন করা হয়েছে

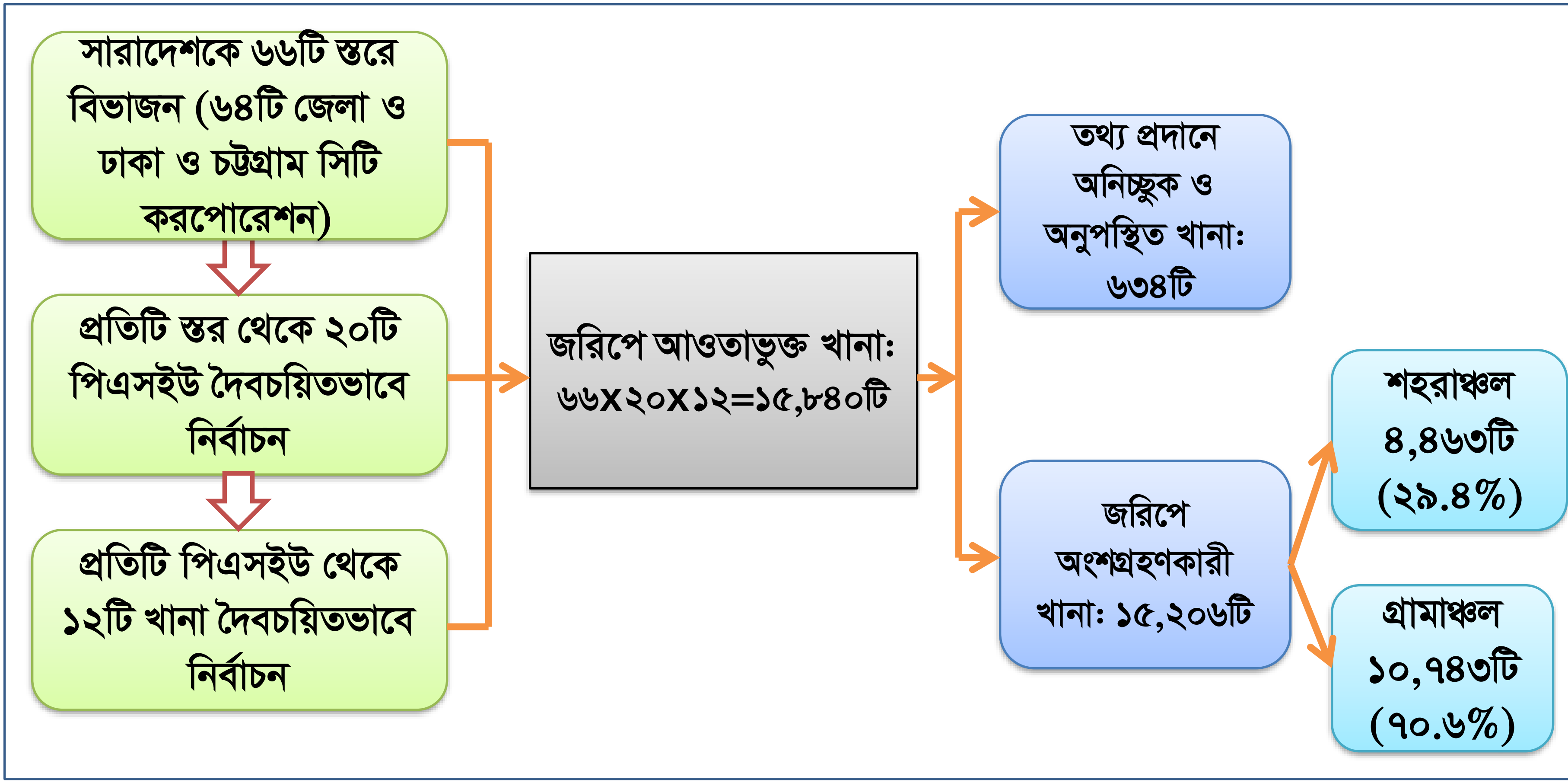

খানা নির্বাচন পদ্ধতি

- **প্রথম পর্যায়:** দেশের ৬৪টি জেলা ও ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রতিটিতে আলাদাভাবে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২০টি পিএসইউ **(Primary Sampling Unit)** সংশ্লিষ্ট মৌজা বা মহল্লা নির্বাচন;
  - ➢মোট পিএসইউ: ১,৩২০টি (গ্রামাঞ্চল-৯২৯টি, শহরাঞ্চল-৩৯১টি)
- **দ্বিতীয় পর্যায়:** পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট মৌজা বা মহল্লাকে ১০০ খানা সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কয়েকটি অংশে ভাগ করে একটি অংশ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন এবং ১০০টি খানার তালিকা তৈরি
- **তৃতীয় পর্যায়:** ১০০টি খানার তালিকা থেকে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়নের **(Systematic Sampling)** মাধ্যমে প্রতিটি পিএসইউ হতে ১২টি করে খানা নির্বাচন
- মার্জিন অব এরর: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার খানার হারের মার্জিন অব এরর যথাক্রমে ±২.১% ও ±২.২%

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	২,০৫৪	১,১৪৭	৩,২০৫
চট্টগ্রাম	১,৭৯৩	৯৮১	২,৭৭৪
রাজশাহী	১,৩৩০	৫১১	১,৮৪১
খুলনা	১,৬৮৬	৬৪৯	২,৩৩৫
বরিশাল	১,০৪২	৩৪৬	১,৩৮৮
রংপুর	১,৪৩৬	৪১২	১,৮৪৮
সিলেট	৭০২	২০২	৯০৪
ময়মনসিংহ	৬৯৬	২১৫	৯১১
মোট খানা	**১০,৭৪৩**	**৪,৪৬৩**	**১৫,২০৬**

২০১৫ খানা জরিপের নমুনার বিস্তৃতি

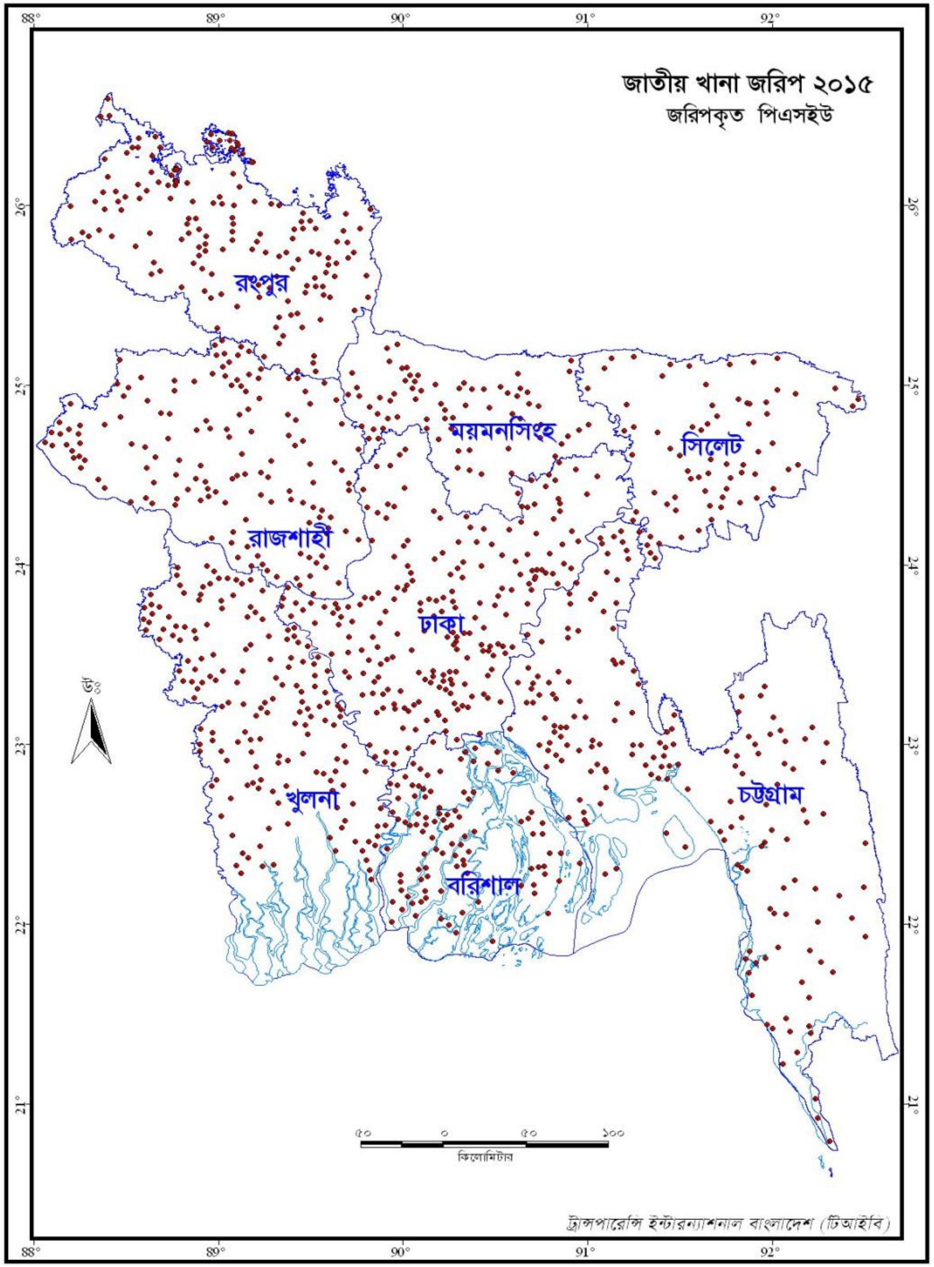

জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

- জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন
- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কমপক্ষে স্নাতক ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে নিয়োগ
- মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের পাঁচদিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান; খসড়া প্রশ্নপত্রের ওপর ফিল্ড টেস্ট ও ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ
- জরিপের সময় টিআইবির গবেষণা দল কর্তৃক প্রতিটি দলের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান
- পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের শতভাগ সম্পাদনা
- সার্বিকভাবে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৩২.৯% সাক্ষাৎকার বা প্রশ্নপত্র যাচাই (ব্যাক চেক ১৩.৪%, অ্যাকম্পানি চেক ৯.৫%, স্পট চেক ৮.৫%, টেলিফোন চেক ২.৭%)
- ডাবল এন্ট্রির মাধ্যমে এন্ট্রি ভ্রান্তি দূর করা, যেখানে প্রাপ্ত এন্ট্রি ভ্রান্তি ০.০৫%
- জরিপে প্রাপ্ত তথ্য ভর **(weight)** দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে
- জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঁচজন বিশেষজ্ঞের (অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক ড. এম কবির, অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক পিকে মতিউর রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব) সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ

খানার উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক তথ্য

খানার সদস্যদের নারী-পুরুষ অনুপাত

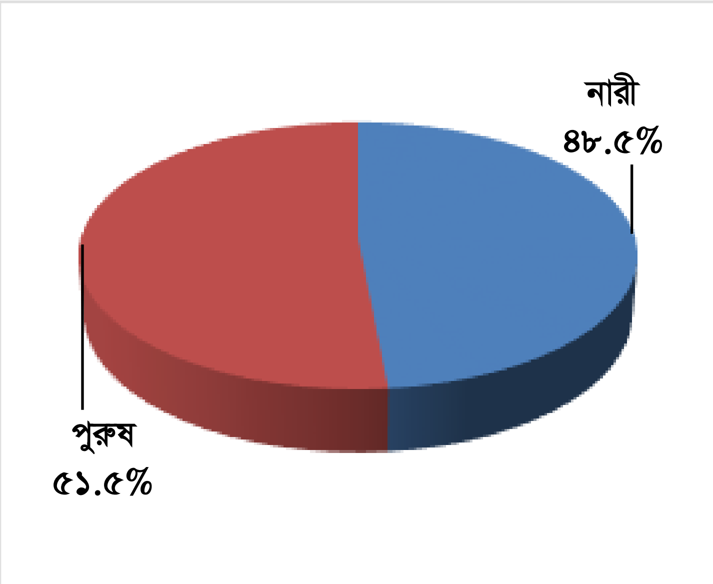

খানা প্রধানের ধর্ম

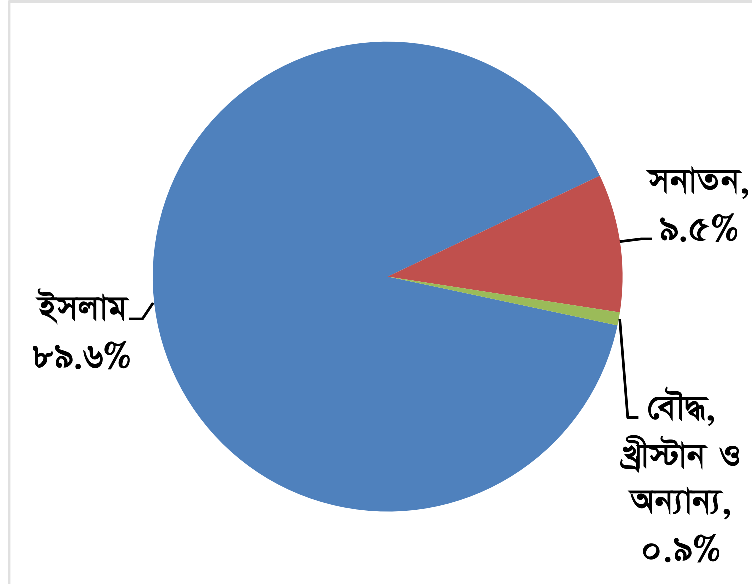

নির্দেশক	জরিপের ফলাফল
খানা প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা	৪.৬৫
খানা প্রধানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	বাঙালী - ৯৯.২% অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী-০.৮%
খানার মাসিক গড় আয় (টাকায়)	১৫,৩৪৮
খানার মাসিক গড় ব্যয় (টাকায়)	১২,২৮৯

বিভিন্ন সেবাখাতে সেবাগ্রহীতা খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	৯৯.৭	৯৯.৩	৯৯.৬
১	স্বাস্থ্য	৮৬.৯	৮৩.৬	৮৬.১
২	শিক্ষা	৭০.৫	৭০.২	৭০.৪
৩	বিদ্যুৎ	৫৫.১	৫৯.৩	৫৬.৪
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৫৪.৮	৪৬.২	৫২.৭
৫	ব্যাংকিং	৪৭.৬	৬০.১	৫০.৬
৬	এনজিও	৩৫.৪	৩৩.২	৩৪.৯
৭	কৃষি	২১.১	৭.১	১৭.৭
৮	ভূমি প্রশাসন	১৬.৬	১৫.৩	১৬.৩
৯	বীমা	১২.৭	১৪.৮	১৩.২
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৮.৫	১৪.১	৯.৯
১১	বিচারিক সেবা	৮.৬	৮.১	৮.৫
১২	পাসপোর্ট	৩.২	৪.৬	৩.৫
১৩	গ্যাস	১.৪	৭.৬	৩.২
১৪	বিআরটিএ	১.৬	৪.২	২.২
১৫	কর ও শুল্ক	০.৮	৫.১	২.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	২.৭	৫.৯	৩.৫

বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার খানা (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	৬৯.৫	৬২.৬	৬৭.৮
১	পাসপোর্ট	৮৫.০	৬৩.৬	৭৭.৭
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৩	৭৫.২	৭৪.৬
৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬২.১	৫৬.০	৬০.৮
৪	বিআরটিএ	৫১.২	৬৮.৮	৬০.১
৫	ভূমি প্রশাসন	৫৪.৬	৫০.০	৫৩.৪
৬	বিচারিক সেবা	৪৯.৬	৪৩.৯	৪৮.২
৭	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩৫.৭	৪৩.৮	৩৭.৫
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.৬	৩৪.৩	৩৬.১
৯	বিদ্যুৎ	৩৬.৪	১৯.৬	৩১.৯
১০	কৃষি	২৬.৪	২০.৬	২৫.৮
১১	কর ও শুল্ক	২১.৮	১৬.৬	১৮.১
১২	গ্যাস	৯.৩	১৭.০	১১.৯
১৩	বীমা	৭.৬	৮.২	৭.৮
১৪	ব্যাংকিং	৫.৭	৪.৩	৫.৩
১৫	এনজিও	৩.০	৩.০	৩.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	১২.২	২৩.৭	১৭.১

বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার

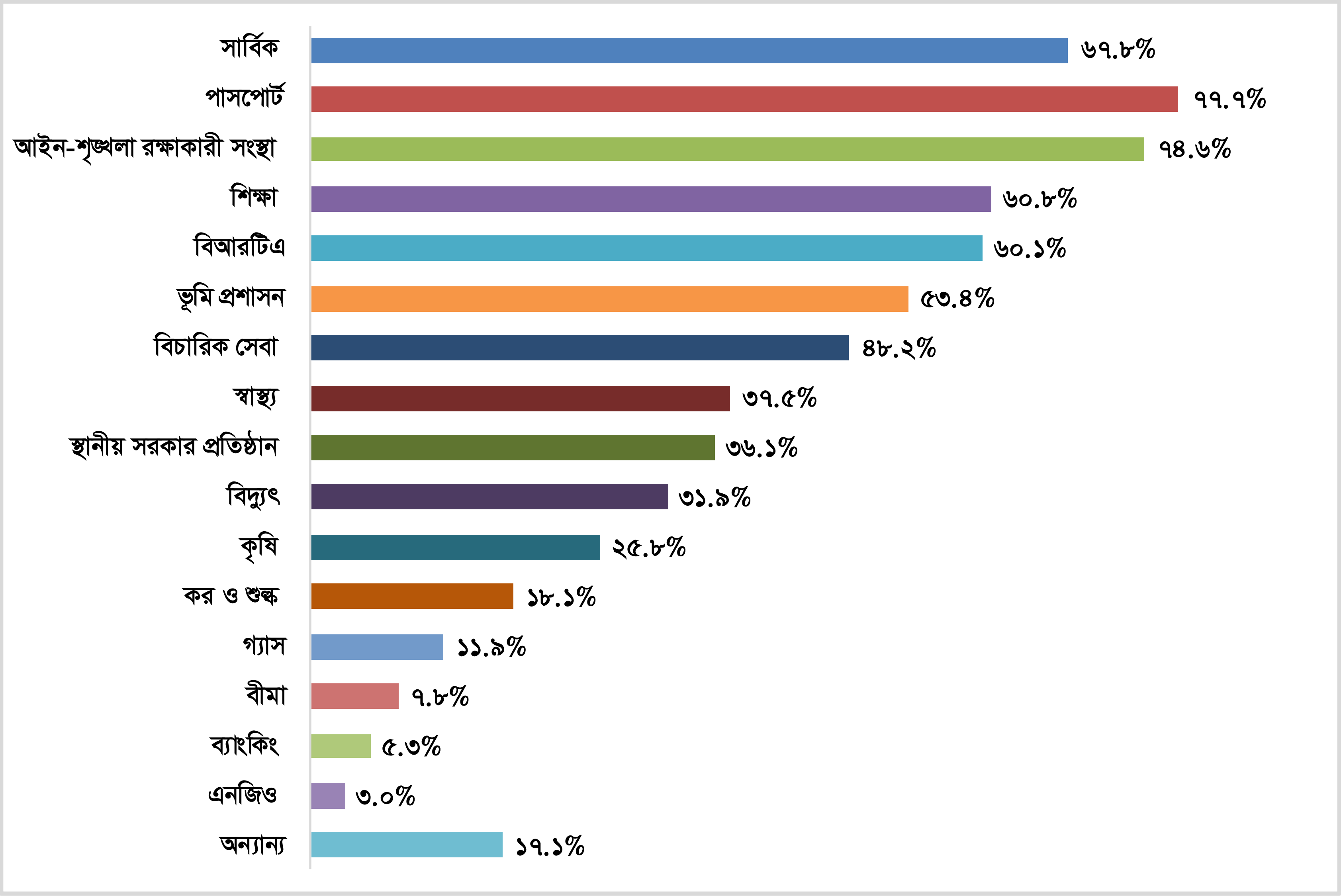

বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষের শিকার খানার হার

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	সার্বিক	৫৯.৬	৫৩.৪	৫৮.১
১	পাসপোর্ট	৮৩.৬	৬১.৩	৭৬.১
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৩.৪	৭০.৩	৬৫.৯
৩	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৫৮.৩	৫১.৬	৫৬.৯
৪	বিআরটিএ	৪৩.২	৬১.২	৫২.৩
৫	ভূমি প্রশাসন	৫০.৭	৪৭.৪	৪৯.৮
৬	বিচারিক সেবা	৩০.১	২৫.৪	২৮.৯
৭	বিদ্যুৎ	৩৩.১	১৫.৪	২৮.৪
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২১.৫	২৪.৯	২২.৩
৯	কৃষি	১৮.৬	১৫.২	১৮.২
১০	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৫.১	২২.৩	১৬.৭
১১	কর ও শুল্ক	১৪.৬	১৪.৮	১৪.৭
১২	গ্যাস	৮.৯	১৪.১	১০.৬
১৩	বীমা	১.৮	১.৭	১.৮
১৪	ব্যাংকিং	২.১	১.১	১.৮
১৫	এনজিও	১.০	১.১	১.০
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৮.৭	১১.৭	১০.০

বিভিন্ন খাতে গড় ঘুষের পরিমাণ

ক্রমিক নম্বর	খাত	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)		
		গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
	খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ	৪,৪৪৫	৪,৮৪৩	৪,৫৩৮
১	গ্যাস	২৯,৪৮০	২৪,২৯৬	২৭,১৬৬
২	বীমা	১৬,০৭১	৭,৭৬২	১৩,৪৬৫
৩	বিচারিক সেবা	৯,৯৩১	৮,৭৭৮	৯,৬৮৬
৪	ভূমি প্রশাসন	৯,৩৬২	৮,৯২৮	৯,২৫৭
৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৮,৩৩৪	৫,০৩৭	৭,০৬৭
৬	কর ও শুল্ক	৬,৬৬৯*	৪,০২৭*	৪,৭৯৬
৭	বিআরটিএ	৩,৯০১	৩,৮৪৪	৩,৮৬৯
৮	বিদ্যুৎ	৩,৬৩৫	৩,৬০০	৩,৬৩০
৯	ব্যাংকিং	২,৬৭৬	৫,৬৫১	৩,২১৯
১০	পাসপোর্ট	৩,২০৭	২,৮৯০	৩,১২০
১১	কৃষি	৮৪৯	৬২৯	৮৩২
১২	এনজিও	৭৫১	৪৯৩	৬৮৫
১৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৪৬	৪৪৯	৪৪৭
১৪	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩১৫	৬১৭	৩৭৪
১৫	স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯২	২০৪	১৯৬
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৪,২১১	৫,০৪৭	৪,৬৩৩

* গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে গড় ঘুষের পরিমাণ সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত ।

ঘুষ দেওয়ার কারণ

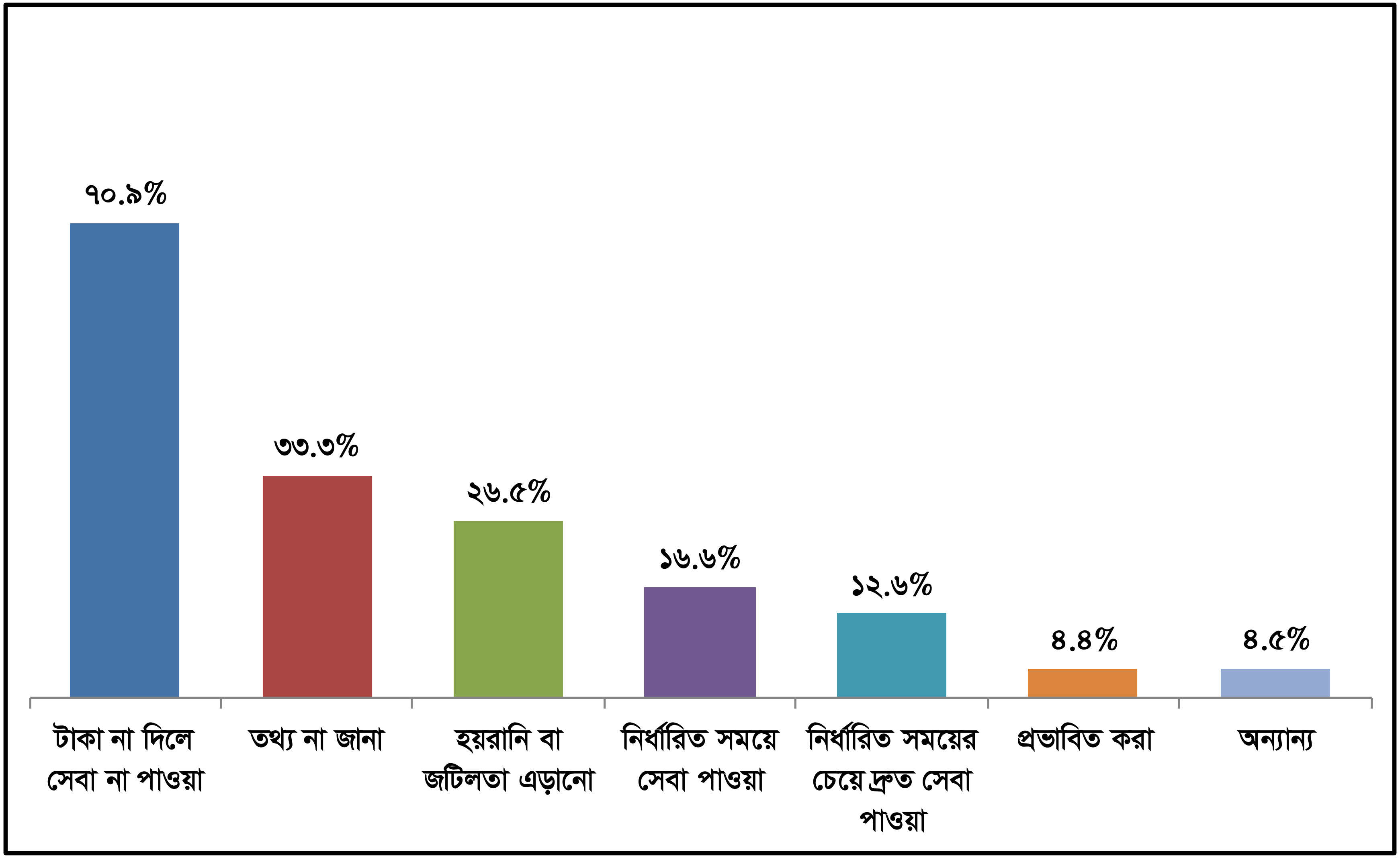
৭০.৯%
৩৩.৩%
২৬.৫%
১৬.৬%
১২.৬%
৪.৪%
৪.৫%
টাকা না দিলে সেবা না পাওয়া
তথ্য না জানা
হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো
নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া
নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া
প্রভাবিত করা
অন্যান্য

সেবাখাতে নারী-পুরুষ ভেদে সেবাগ্রহীতার হার (%)

ক্রমিক নম্বর	খাত	নারী	পুরুষ
	সার্বিক	৪২.৮	৫৭.২
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	**৫৭.৪**	৪২.৬
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	**৫০.৪**	৪৯.৬
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৪.৪	৭৫.৬
৪	বিদ্যুৎ	৮.৬	**৯১.৪**
৫	ব্যাংকিং	২৬.৪	৭৩.৬
৬	এনজিও	**৭৮.৩**	২১.৭
৭	কৃষি	২.৭	**৯৭.৩**
৮	ভূমি প্রশাসন	৮.৩	**৯১.৭**
৯	বীমা	**৫৬.১**	৪৩.৯
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯.৭	**৯০.৩**
১১	বিচারিক সেবা	৭.৪	**৯২.৬**
১২	পাসপোর্ট	১৪.১	৮৫.৯
১৩	গ্যাস	১৪.৮	৮৫.২
১৪	বিআরটিএ	১.৫	**৯৮.৫**
১৫	কর ও শুল্ক	৬.৮	**৯৩.২**
১৬	অন্যান্য	২৬.৯	৭৩.১

সেবাখাতে নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতার হার (%)

ক্রমিক নম্বর	খাত	নারী	পুরুষ
	সার্বিক	৩৮.২	৪৪.৭
১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৩১.২	৩১.৭
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	**৫৫.৯**	৪৬.৬
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	**৩৬.৬**	৩০.২
৪	বিদ্যুৎ	২১.২	**২৮.৭**
৫	ব্যাংকিং	৩.৬	৪.৯
৬	এনজিও	২.৮	৩.০
৭	কৃষি	২৪.৩	২৪.২
৮	ভূমি প্রশাসন	৪৭.৭	**৫৩.৫**
৯	বীমা	৬.৩	৮.০
১০	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৭.৫	**৭৬.২**
১১	বিচারিক সেবা	৪৬.৪	৪৭.৯
১২	পাসপোর্ট	৫৫.৫	**৭৮.৮**
১৩	গ্যাস	১১.২	১০.৪
১৪	বিআরটিএ	৩২.৬	**৫৮.৬**
১৫	কর ও শুল্ক	২.০	**১৮.৮**
১৬	অন্যান্য	১২.৯	**১৮.১**

২০১৫ সালে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ

ক্রমিক নম্বর	খাত	জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ (কোটি টাকা)
	মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ	৮৮২১.৮
১	ভূমি প্রশাসন	২৪৫০.৩
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১৭০২.৪
৩	বিদ্যুৎ	১৬১৩.৪
৪	বিচারিক সেবা	৮০৮.৫
৫	গ্যাস	৭৩৪.০
৬	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪১৩.১
৭	পাসপোর্ট	২৯৫.০
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৯২.৩
৯	বিআরটিএ	১৫৬.৩
১০	বীমা	১১৪.৯
১১	ব্যাংকিং	১১০.৪
১২	কৃষি	৮৫.৫
১৩	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৫৭.০
১৪	কর ও শুল্ক	৪৯.৯
১৫	এনজিও	১০.৭
১৬	অন্যান্য (বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৬০.৫

- ২০১৫ সালের জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০১২ সালের তুলনায় ১,৪৯৭.৩ কোটি টাকা বেশি (তুলনাযোগ্য খাতের ভিত্তিতে)
- জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৬% এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৭%
- বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩.১৮ কোটি *(সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১)*

আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

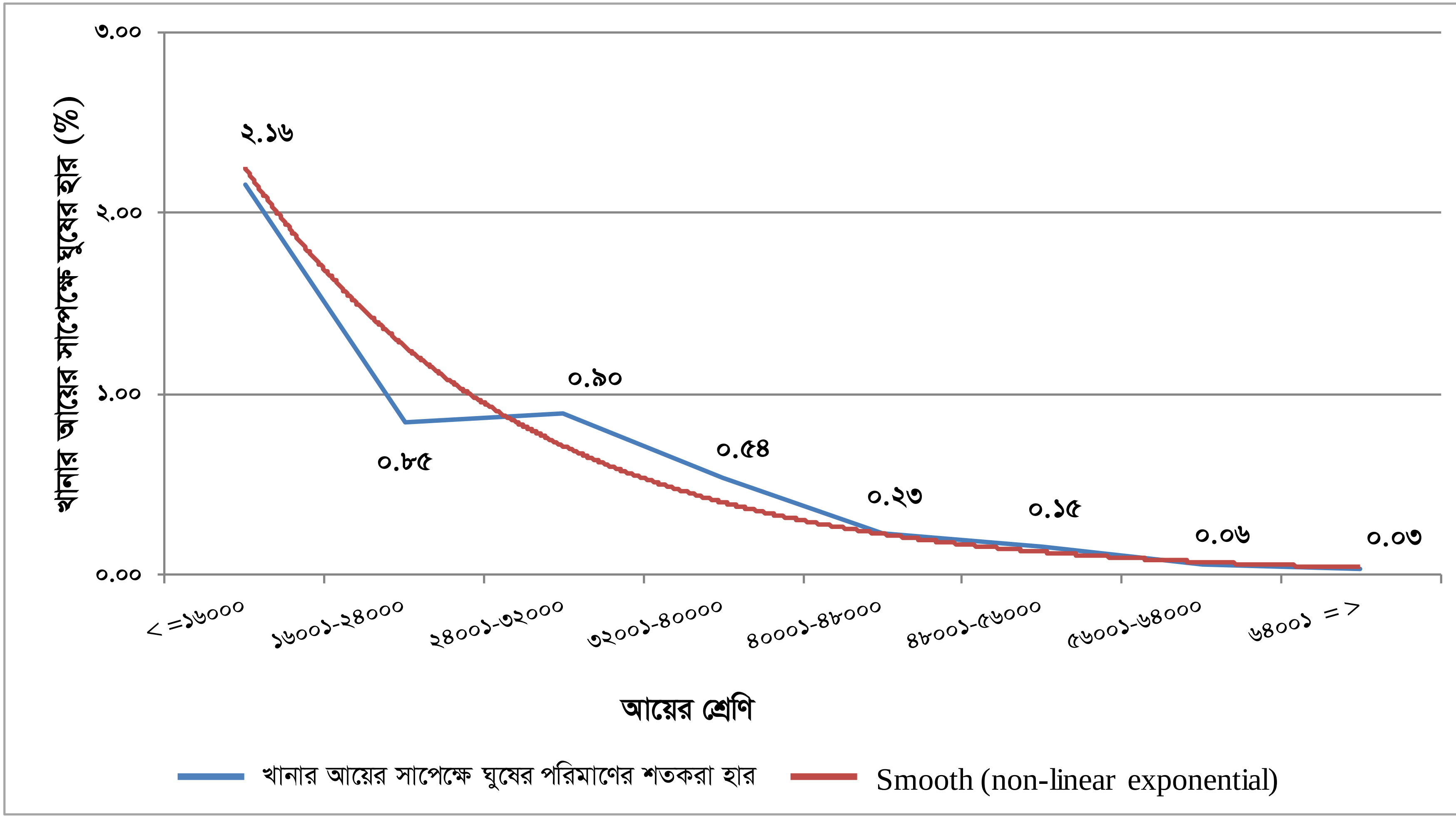

ব্যয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

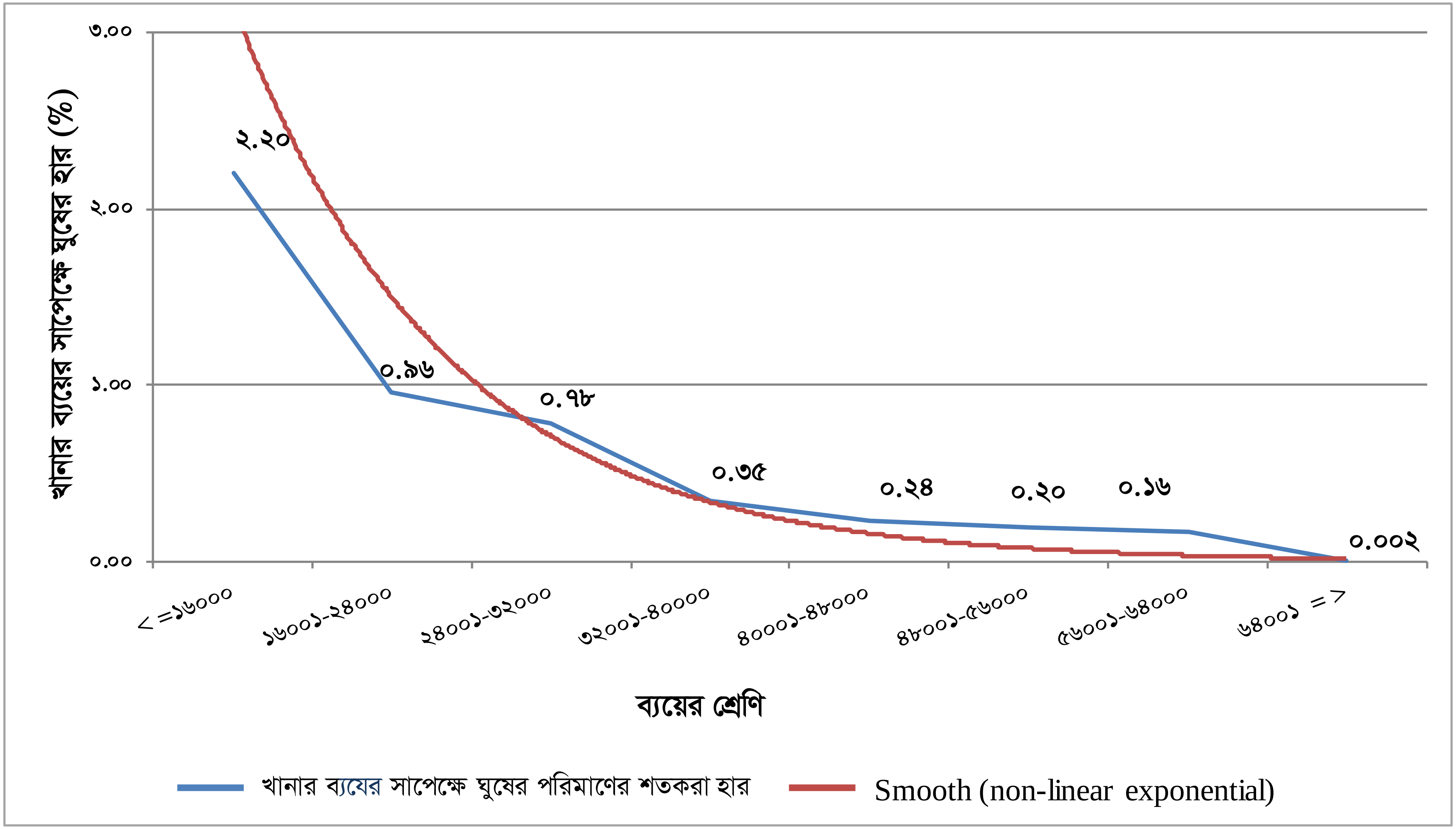

খাত ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র ২০১২ - ২০১৫

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১২	২০১৫
	সার্বিক	**৬৭.৩***	**৬৭.৮**
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৫.৮	৭৪.৬
২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৬০.৭**	৬০.৮
৩	কৃষি	২৩.৫ ***	২৫.৮
৪	কর ও শুল্ক	১৬.৮	১৮.১
৫	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩০.৯	৩৬.১
৬	বিদ্যুৎ	১৮.৩	৩১.৯
৭	বীমা	৬.০	৭.৮

** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা এবং শ্রম অভিবাসন খাতসহ খানা জরিপ ২০১২ সালে সার্বিক দুর্নীতির শিকার খানার হার ছিলো ৬৩.৭%*

*** খানা জরিপ ২০১২ সালে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার ছিলো ৪০.১%*

**** খানা জরিপ ২০১২ সালে কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে সাধারণ খুচরা বিক্রেতাসহ এ খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার ছিলো ২০.৪%*

খাত ভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র ২০১২ - ২০১৫ (চলমান...)

ক্রমিক নম্বর	খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১২	২০১৫
৮	ভূমি প্রশাসন	৫৯.০	৫৩.৪
৯	বিচারিক সেবা	৫৭.১	৪৮.২
১০	স্বাস্থ্য	৪০.২	৩৭.৫
১১	ব্যাংকিং	৭.১	৫.৩
১২	এনজিও	৫.০	৩.০
১৩	অন্যান্য (বিআরটিএ, গ্যাস, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা, ইত্যাদি)	৪১.১	৩৫.৩

খাত ভেদে ঘুষের শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র ২০১২ - ২০১৫

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)	
		২০১২	২০১৫
	সার্বিক	**৫১.৮***	**৫৮.১**
১	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৬.৯	৬৫.৯
২	কৃষি	১৬.৭**	১৮.২
৩	কর ও শুল্ক	১২.৪	১৪.৭
৪	অন্যান্য (বিআরটিএ, গ্যাস, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, ডাক, ওয়াসা ইত্যাদি)	৩৪.০	৩২.১
৫	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৫.৪***	৫৫.৪
৬	বিদ্যুৎ	১২.০	২৮.৪
৭	এনজিও	০.৪	১.০

**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা এবং শ্রম অভিবাসন খাতসহ খানা জরিপ ২০১২ সালে সার্বিক ঘুষের শিকার খানার হার হার ছিলো ৫৩.৩%*

*** খানা জরিপ ২০১২ সালে কৃষি সেবায় সাধারণ খুচরা বিক্রেতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে সাধারণ খুচরা বিক্রেতাসহ এ খাতে ঘুষের শিকার খানার হার হার ছিলো ১৬.২%*

**** খানা জরিপ ২০১২ সালে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১৫ সালে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা খাতে ঘুষের শিকার খানার হার ছিলো ৩০.৭%*

খাত ভেদে ঘুষের শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র ২০১২ - ২০১৫ (চলমান...)

ক্রমিক নম্বর	খাত	ঘুষের শিকার খানা (%)	
		২০১২	২০১৫
৮	ভূমি প্রশাসন	৫৪.৮	৪৯.৮
৯	বিচারিক সেবা	৩৮.১	২৮.৯
১০	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৫.৫	২২.৩
১১	স্বাস্থ্য	২১.৫	১৬.৭
১২	ব্যাংকিং	৪.৯	১.৮
১৩	বীমা	৩.২	১.৮

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- ২০১৫ সালে ২০১২ সালের তুলনায় সেবা খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার খানার হার প্রায় অপরিবর্তিত (৬৭.৮% বনাম ৬৭.৩%), যদিও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার বেড়েছে (৫৮.১% বনাম ৫১.৮%)

সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত

ক্রমিক নম্বর	দুর্নীতির শিকার	ঘুষের শিকার	গড় ঘুষের পরিমাণ
১	পাসপোর্ট (৭৭.৭%)	পাসপোর্ট (৭৬.১%)	গ্যাস (টাকা ২৭,১৬৬)
২	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৬%)	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৬৫.৯%)	বীমা (টাকা ১৩,৪৬৫)
৩	শিক্ষা (৬০.৮%)	শিক্ষা (৫৬.৯%)	বিচারিক সেবা (টাকা ৯,৬৮৬)
৪	বিআরটিএ (৬০.১%)	বিআরটিএ (৫২.৩%)	ভূমি প্রশাসন (টাকা ৯,২৫৭)
৫	ভূমি প্রশাসন (৫৩.৪%)	ভূমি প্রশাসন (৪৯.৮%)	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (টাকা ৭,০৬৭)
৬	বিচারিক সেবা (৪৮.২%)	বিচারিক সেবা (২৮.৯%)	কর ও শুল্ক (টাকা ৪,৭৯৬)
৭	স্বাস্থ্য (৩৭.৫%)	বিদ্যুৎ (২৮.৪%)	বিদ্যুৎ (টাকা ৩,৬৩০)

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য: সার্বিক পর্যবেক্ষণ (চলমান...)

- জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ৮,৮২২ কোটি টাকা, যা ২০১২ সালের তুলনায় ১,৪৯৭.৩ কোটি টাকা বেশি। এই প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৭% এবং বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৬%
- উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের জনগণের ওপর দুর্নীতির বোঝা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের জনগণ তাদের বার্ষিক আয়ের বা ব্যয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়
- ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে কোনো কোনো খাতে দুর্নীতি ও হয়রানি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে (স্থানীয় সরকার, বিদ্যুৎ) এবং কোনো কোনো খাতে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে (ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা) এবং কোনো কোনো খাতে প্রায় অপরিবর্তিত আছে (শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা)
- ২০১৫ সালে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকোপ বেশি (৬২.৬% বনাম ৬৯.৫%)। অনুরূপভাবে, শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ঘুষের শিকার খানার হারও বেশি (৫৩.৪% বনাম ৫৯.৬%)
- জরিপে অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৭১% খানা 'ঘুষ না দিলে কাঙ্খিত সেবা পাওয়া যায় না' এটিকে ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে

সুপারিশমালা

১. বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনতে হবে

২. সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকর করতে হবে

৩. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

৪. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা প্রদানে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারীর মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধিসহ গণশুনানির আয়োজন করতে হবে

৫. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে এবং একইসাথে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে

সুপারিশমালা (চলমান...)

৭. সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগহ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জনগণের সেবা সম্পর্কিত তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে

৮. প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে

৯. 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর প্রয়োগে প্রচারণা ও প্রণোদনাসহ বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ সকল অংশীজনের সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে

১০. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করতে হবে

১১. জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবাখাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে

ধন্যবাদ